নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

অর্থ বিভাগের ভিশন, মিশন ও সাংগঠনিক কাঠামো

অর্থ বিভাগের ভিশন ও মিশন

দূরদর্শী ও টেকসই সরকারি আর্থ-ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের ভিশন নিয়ে অর্থ বিভাগ কাজ করে চলেছে। দক্ষ ও প্রাজ্ঞ আর্থিক নীতি প্রণয়ন ও সুষ্ঠু আর্থ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ও সরকারের আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করে প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য নিরসন হলো অর্থ বিভাগের মিশন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business, ১৯৯৬-এর Schedule-I (Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions)-অনুযায়ী অর্থ বিভাগের প্রধানতম দায়িত্ব ও কার্যাবলী হলো- (ক) রাজস্ব নীতি (Fiscal Policy) প্রণয়ন এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রণীত মুদ্রা নীতি (Monetary Policy) এর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা; (খ) সম্পদের সুষম ব্যবহার এবং অপচয় রোধ করার জন্য সম্পদ বণ্টন ও ব্যবহারে দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে আর্থিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা; (গ) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সম্পদের সমন্বয়ে বাজেট প্রণয়ন, তা বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে সহায়তা প্রদান ও বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করা; এবং (ঘ) সার্বিকভাবে রাষ্ট্রের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

অর্থ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো

অর্থ বিভাগ ১০টি অনুবিভাগ: বাজেট অনুবিভাগ-১, বাজেট অনুবিভাগ-২, ট্রেজারি ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, বাস্তবায়ন অনুবিভাগ, প্রশাসন ও সমন্বয় অনুবিভাগ, প্রবিধি অনুবিভাগ এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ, মনিটরিং সেল, এবং আওতাধীন ২টি অধিদপ্তর/সংস্থা: মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় এবং হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় নিয়ে গঠিত। অর্থ বিভাগের জনবল কাঠামোতে মোট অনুমোদিত পদসংখ্যা ৬০৪ (প্রথম শ্রেণীর পদ ১৪৬টি, দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ ১৭৬টি, তৃতীয় শ্রেণীর পদ ১৬৯টি ও চতুর্থ শ্রেণীর পদ ১১৩টি)। এর মধ্যে পূরণকৃত পদ ৫০৬টি এবং শূন্য পদ ৯৮টি। মনিটরিং সেল এর মোট অনুমোদিত পদসংখ্যা ৩৬ (প্রথম শ্রেণীর পদ ১৮টি, দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ ৩টি , তৃতীয় শ্রেণীর পদ ৯টি ও চতুর্থ শ্রেণীর পদ ৬টি)। এর মধ্যে পূরণকৃত পদ ১৯টি এবং শূন্য পদ ১৭টি। মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় এবং এর অধীনস্থ অফিসসমূহে মোট মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা ৫,৭৭১। এর মধ্যে পূরণকৃত পদ ৩,২৭৮টি এবং শূন্য পদ ২,৪৯৩টি। হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের অনুমোদিত পদের সংখ্যা ৭,৯৪০টি, যার মধ্যে পূরণকৃত পদ ৪,১৪২টি এবং শূন্য পদ ৩,৭৯৮টি।

অর্থ বিভাগের বিভিন্ন অনুবিভাগ ও সংস্থাসমূহের কার্যাবলী

বাজেট অনুবিভাগ-১

জাতীয় বাজেট প্রণয়ন করে তা যথাসময়ে জাতীয় সংসদে উপস্থাপন এবং বিভিন্ন প্রকার ব্যয় ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করা বাজেট অনুবিভাগ-১ এর প্রধান দায়িত্ব। এ অনুবিভাগ ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট প্রণয়ন করে নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ি মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করেছে। এ অনুবিভাগ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাজেট বক্তৃতা, বাজেটের সংক্ষিপ্তসার, বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি, সম্পূরক আর্থিক বিবৃতি ও মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) প্রভৃতি বাজেট সংশ্লিষ্ট প্রকাশনাসমূহ প্রকাশ করেছে। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সম্পদের সহজলভ্যতা আরও ভালোভাবে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিক পূর্বাভাস (fiscal forecasting), বাজেট প্রণয়ন ও বাজেট বাস্তবায়ন, আর্থিক প্রতিবেদন উন্নতকরণ এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় ১০০ মিলিয়ন ডলারের

Strengthening Public Financial Management Program to Enable Service Delivery (SPFMS) শীর্ষক পাঁচ বছর মেয়াদি কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।

বাজেট অনুবিভাগ-২

বাজেট অনুবিভাগ-২ উন্নয়ন প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণসহ বিস্তারিত উন্নয়ন বাজেট প্রস্তুত ও প্রকাশ, উন্নয়ন প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন এবং প্রকল্পের জন্য কোড প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ অনুবিভাগ ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের মঞ্জুরী ও বরাদ্দের দাবীসমূহ (উন্নয়ন) সংক্রান্ত বই প্রস্তুত; 'মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো পুস্তিকা', 'টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়ন বাজেট প্রতিবেদন ২০২১' নামক পুস্তিকা প্রণয়ন; মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (এমটিবিএফ) আওতায় ২৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন করেছে।

ট্রেজারি ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ

ট্রেজারি ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের মূল কার্যক্রমসমূহ হচ্ছেঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতা বহির্ভূত কর-রাজস্ব ও কর বহির্ভূত রাজস্ব সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন, কর বহির্ভূত রাজস্ব ধার্য ও আদায় কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, ঋণ মিশ্রণ (Debt Mix) নির্ধারণ, বৈদেশিক ঋণের শর্ত-নির্ভরশীলতা (Conditionality) যাচাই, সরকারি ঋণের টেকসই অবস্থা (Debt Sustainability) বিশ্লেষণ ও পরিবীক্ষণ, সরকারি বন্ডের বাজার সম্প্রসারণ বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা, সরকারের প্রাপ্য ডিএসএল (Debt Service Liability) এর অর্থ আদায় এবং বাজেট থেকে প্রদত্ত ঋণ সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ অনুবিভাগ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নতুন প্রকল্পে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে খসড়া SLA (Subsidiary Loan Agreement) এবং LA (Loan Agreement)-এর ওপর মতামত প্রদান; ডিএসএল (লগ্নী-পুনঃলগ্নী) হিসাব বিবরণী ও নির্দেশিকা (২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত) পুস্তিকাটি বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত এবং স্থানীয় সরকার (স্ব-শাসিত) প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রেরণ; সরকারি ইক্যুইটির হিসাব হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের কার্যক্রম গ্রহণ; ২০২১-২২ অর্থবছরে বাজেটের সংযুক্ত তহবিলের প্রাপ্তি এবং ২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের সংযুক্ত তহবিলের প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ডিএসএল এর অংশের প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন; বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে ডিএসএল হিসাব রিকনসাইল করা; বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও সরকারি মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে অর্থায়ন এবং নিত্য প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য বা সেবা আমদানি অর্থায়নে গৃহীত ঋণের বিপরীতে রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি প্রদান।

সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ

সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ আর্থিক নীতি, মুদ্রানীতি, বিনিময় হার নীতি ও বহিঃখাত সংক্রান্ত বিষয়াদির বিশ্লেষণ; মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (Medium Term Macroeconomic Framework-MTMF) নিয়মিতভাবে হালনাগাদকরণ; ও মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি (Medium Term Macroeconomic Policy Statement-MTMPS) প্রণয়ন। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ অনুবিভাগ এমটিএমএফ হালনাগাদকরণ; অর্থনীতির চারটি খাতের (প্রকৃত, রাজস্ব, আর্থিক ও বহি:খাত) চলকসমূহের মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ; মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি প্রণয়ন; বাজেট বক্তৃতা সংকলন, বাজেট সমাপনী বক্তৃতা প্রণয়ন করে। কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারির অর্থনৈতিক প্রভাব কার্যকরভাবে মোকাবেলা এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য দিকনির্দেশনায় প্রণীত ২৮টি কার্যক্রম সম্বলিত প্রায় ১,৮৭,৬৭৯ কোটি টাকার প্রণোদনা কর্মসূচীগুলোর পরিবীক্ষণ পদ্ধতি চালু করে তা নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষন; Standard & Poor's (S&P), Moody's ও Fitch আন্তর্জাতিক ক্রেডিট রেটিং সংস্থার সাথে নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান, সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ; Monthly Macro-fiscal Update এবং Monthly Report on Fiscal Position শীর্ষক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ এবং তা অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ;

জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণাকর্ম সম্পাদন, ধারণাপত্র/পলিসি নোট প্রণয়ন; সার্ক, কমনওয়েলথসহ বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা ফোরাম সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি প্রক্রিয়াকরণ প্রভৃতি।

অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ

অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ দেশের অর্থনৈতিক গতিধারা ও অগ্রগতির মূল্যায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশ, ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি ও বিভিন্ন তহবিল, রাজস্ব বাজেটের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন; অর্থ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ এর দায়িত্বে নিয়োজিত। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ অনুবিভাগ 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২১' এবং 'Bangladesh Economic Review, 2021' প্রণয়ন করে। এছাড়া, অর্থ বিভাগের ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন; বাংলাদেশের অর্থনীতির হালনাগাদ পরিস্থিতির উপর বিভিন্ন তথ্যাদি/প্রতিবেদন প্রণয়ন; মহান জাতীয় সংসদ অধিবেশনের সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের সম্পূরক প্রশ্নসহ জবাবের খসড়া তৈরি; জাতীয় সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য অর্থ বিভাগ সম্পর্কিত তথ্যাবলি সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ২০২০-২১ অর্থবছরে অর্থ বিভাগের আওতাধীন এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের উপর মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং প্রকল্পসমূহের মাসিক, ত্রৈমাসিক, বার্ষিক অগ্রগতির প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ; ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতায় অনুন্নয়ন বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত চলমান কর্মসূচির উপর মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন সংগ্রহ ও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠান, সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগে এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থায় প্রেরণ করা হয়।

ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ

ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ সরকারের রাজস্ব বাজেটভুক্ত ও বাজেট বহির্ভূত যাবতীয় ব্যয় ব্যবস্থাপনাসহ সার্বিক আর্থিক শৃঙ্খলা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নে কাজ করে। এছাড়া, এ অনুবিভাগ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্থ অধিদপ্তর/পরিদপ্তরসমূহের সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় ও কাঠামোর অতিরিক্ত নতুন পদ সৃষ্টি, অস্থায়ী পদ সংরক্ষণ, সরঞ্জাম তালিকা পরিবর্তন/পরিবর্ধন, পদ উন্নীতকরণ সংক্রান্ত প্রস্তাবে সম্মতি/মতামত প্রদান করে থাকে। গাড়ীসহ অন্যান্য মূলধনী সরঞ্জাম সংগ্রহের অনুমোদন দিয়ে থাকে। সরকারি অর্থের প্রমিত ব্যয় ও কৃচ্ছতা সাধনের লক্ষ্যে সার্কুলার জারীসহ সহায়ক কাজ করে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ অনুবিভাগ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও তার অধীনস্থ অফিসমূহের বিভিন্ন শ্রেণির মোট ১৮,৪৩৭টি পদ সৃজন, ২৯,৪৪১টি পদ সংরক্ষণ, ৩,৯৩২টি পদ স্থায়ীকরণ ও ৪২,২৯৮টি পদ বিলুপ্তকরণে সম্মতি প্রদান করেছে। এর উল্লেখযোগ্য হলো বাংলাদেশ রেলওয়ে এর ৪০,৭২৮টি পদ বিলুপ্তকরণের সম্মতি জ্ঞাপন।

বাস্তবায়ন অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন অনুবিভাগের সম্পাদিত কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে সরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বেতন গ্রেড নির্ধারণ/পুনর্বিবেচনা, বেতন বৈষম্য দূরীকরণ, বেতন কমিশন গঠন এবং বেতন কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন, বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি নির্ধারণ। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ অনুবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীসমূহ হচ্ছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্থ অধিদপ্তর/পরিদপ্তরসমূহের সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় ও কাঠামোর আওতায় মোট ১,০৭,৩৪৪টি পদের বেতনগ্রেড নির্ধারণ, ৩১টি টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেড বিষয়ে মতামত প্রদান, ৪৬টি বেতনগ্রেড উন্নীত/পূন:নির্ধারণ বিষয়ে মতামত প্রদান, মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থার মোট ৫২টি মামলার দফাওয়ারী জবাব প্রদান।

প্রশাসন ও সমন্বয় অনুবিভাগ

প্রশাসন ও সমন্বয় অনুবিভাগ অর্থ বিভাগের সকল প্রশাসনিক দায়িত্ব, অর্থ বিভাগ এবং এর অধীনস্থ দপ্তরের অস্থায়ী পদ সংরক্ষণ এবং অস্থায়ী পদকে স্থায়ী পদে রূপান্তর সংক্রান্ত কার্যাদি এবং অর্থ বিভাগের বিভিন্ন অনুবিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন

সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ অনুবিভাগে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কাজসমূহ হলোঃ অর্থ বিভাগ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ; ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন ও ঘোষণার জন্য প্রাক বাজেট সভা অনুষ্ঠানসহ সকল প্রকার লজিষ্টিক সাপোর্ট প্রদান; অর্থ বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার ১২টি মাসিক কর্মকাণ্ডের ও ১টি বার্ষিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ; অর্থ বিভাগের সমন্বয় সভা সম্পর্কিত কার্যাবলী সম্পাদন; অর্থ বিভাগের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; মাননীয় অর্থমন্ত্রীর ২০২০-২১ অর্থবছরের স্বেচ্ছাধীন তহবিল থেকে ১০ লক্ষ টাকা বিভিন্ন ব্যক্তির অনুকূলে মঞ্জুরি আদেশ জারি; মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় এবং এর অধীনস্ত দপ্তরসমূহে বিভিন্ন পদে নিয়োগের নিমিত্ত ছাড়পত্র প্রদান; হিসাব মহানিয়ন্ত্রক কার্যালয় এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তর সমূহে বিভিন্ন পদের নিয়োগের নিমিত্ত ছাড়পত্র প্রদান; বাজেট প্রণয়ন ও জাতীয় সংসদে পেশ সংক্রান্ত সকল প্রকার লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান এবং বাজেট পেশ উপলক্ষে আপ্যায়ন/সাংবাদিক সম্মেলনের সকল ব্যবস্থা গ্রহণ; অর্থ বিভাগ এবং এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহের বাৎসরিক বাজেট প্রাক্কলন এবং সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন; অর্থ বিভাগ এবং এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহের মধ্যমেয়াদি বাজেট প্রণয়নের জন্য বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটিকে কারিগরি সহায়তা প্রদান; অনুন্নয়ন ব্যয় ও ত্রৈমাসিক ব্যয় পরিকল্পনা প্রণয়ন; হিসাবের সংগতি সাধন (Reconciliation of Accounts) সম্পর্কিত কার্যাবলী; বার্ষিক উপযোজন হিসাব (Annual Appropriation Accounts) প্রণয়ন; বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ও উদ্ভাবনী (Innovation) কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।

প্রবিধি অনুবিভাগ

সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগ থেকে কোন আর্থিক বিধিবিধান এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ; পরামর্শ ইত্যাদি এ অনুবিভাগ থেকে করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ অনুবিভাগের বিভিন্ন শাখায় সম্পাদিত কার্যাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ সরকারি কর্মচারীগণের অবসরকালীন সুবিধাদি/প্রাপ্যতা/পেনশন সমর্পণের হার, ভাতা, পুরস্কার বা অনুদান সংক্রান্ত সরকারি বিভিন্ন নীতিমালা বা বিধিমালার বিষয়ে মতামত প্রদান; বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত জনবলের পারিশ্রমিক/সম্মানী/ভাতাদি নির্ধারণ/ পুনঃনির্ধারণ; সম্মানী ভাতা প্রদানে ঘটনাত্তোর অনুমতি প্রদান সম্পর্কিত কার্যাবলী; পেনশনযোগ্য চাকরির ঘাটতিকাল প্রমার্জনে সম্মতি প্রদান; বিভিন্ন কোর্সের বৃত্তির হার পুন:নির্ধারণ ইত্যাদি। এছাড়া, নতুন বিধি বিধান প্রণয়ন/জারী করে থাকে, যেমন: ৬ মাসের কম বয়সী শিশু সন্তানসহ চাকরিতে নবযোগদানকারী মহিলা কর্মচারীগণের মাতৃত্বকালীন ছুটির (বাচ্চার বয়স ৬ মাস না হওয়া পর্যন্ত) বিধান করা সংক্রান্ত রুলস সংশোধন।

রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ

রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের বাজেট ও আর্থিক মঞ্জুরি অনুমোদন/সম্মতি প্রদান, মনিটরিং সেলের প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিষয়, রাষ্ট্রায়ত্ত/স্ব-শাসিত/বিধিবদ্ধ সংস্থা ও অধীনস্থ অংগ প্রতিষ্ঠানসমূহের সাংগঠনিক কাঠামো পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক পদ সৃষ্টি, পদ সংরক্ষণ, রাজস্ব বাজেটে পদ স্থানান্তর, পদ বিলুপ্তকরণ ইত্যাদি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগের অন্যতম দায়িত্ব। ২০২০-২১ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী হলো: বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শ্রেণির মোট ৪,০৮৪টি পদ সৃষ্টি, ৪,১৮৭টি পদ সংরক্ষণ, ৩৪৩টি পদ স্থায়ীকরণ করা। এছাড়া, আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা গহণ নীতমালা-২০১৮ অনুযায়ী মোট ৪,৪২৪টি সেবা ক্রয়ের সম্মতি প্রদান করা হয়েছে।

মনিটরিং সেল

মনিটরিং সেল রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক সংশ্লেষ সম্পর্কিত বিষয়াদি যেমনঃ বাজেট প্রণয়ন ও মনিটরিং, রপ্তানি পণ্যে নগদ সহায়তা প্রদান, স্ব-অর্থায়নে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পের অনুকূলে আর্থিক ছাড়পএ প্রদান, ভর্তুকি, ঋণ, গ্যারান্টি, উৎসাহ বোনাস এবং প্রতিষ্ঠিানমূহের মূলধন পুনর্বিন্যাস ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত/মতামত প্রদান করে থাকে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মনিটরিং সেল ৪৯টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২৪,৪৪৫.৪০ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ এবং

৩৩,৭৬৬.৮৮ কোটি টাকা বিনিয়োগ ধার্যপূর্বক বাজেট প্রনয়ন করেছে। এ সময়ে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের অধীনে সংস্থার নিজস্ব অর্থে ৩৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আর্থিক ছাড়পত্র/Liquidity Certificate প্রদান করা হয়েছে।

মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়

মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক রাষ্ট্রের সরকারি হিসাব এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারির হিসাব, বিধিবদ্ধ সংস্থা, পাবলিক এন্টারপ্রাইজ এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয় কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলোঃ ২০১৯-২০ অর্থবছরের ২৪,৩৩৫টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ; প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সাথে সংগতিপূর্ণ অবকাঠামোগত এবং প্রশিক্ষণগত সুবিধাদি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ; আইটি অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদন, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়ে Digital Audit Management System চালুকরণ; পেশাদারী জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যে অডিট এন্ড একাউন্টস বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক দেশে ও বিদেশে অনুষ্ঠিত অডিট বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ, সেমিনার ইত্যাদি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ প্রভৃতি।

হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়

হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় তার অধীনস্থ প্রধান হিসাবরক্ষণ অফিস, ডিভিশনাল কন্ট্রোলার অব একাউন্টস অফিস, জেলা হিসাবরক্ষণ অফিস এবং উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিস হতে প্রাপ্তি ও ব্যয়/পরিশোধের মাসিক হিসাব এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে, প্রতিরক্ষা বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রাপ্তি ও ব্যয়/পরিশোধের মাসিক হিসাব একত্রিত করে মাসিক হিসাব প্রণয়নপূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ করে থাকে। এছাড়া, মাসিক হিসাবের উপকরণের উপর ভিত্তি করে অর্থবছর শেষে আর্থিক হিসাব ও উপযোজন হিসাব প্রণয়ন করাও এ কার্যালয়ের দায়িত্ব। উল্লেখ্য, প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব সংরক্ষণের সার্বিক দায়িত্ব এ কার্যালয়ের উপর ন্যস্ত। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি, পেনশন, জিপিএফ, ঋণ ও অগ্রিম এবং প্রকল্পের ব্যয়সহ সকল দাবী নিষ্পত্তি হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রক এর আওতাধীন হিসাবরক্ষণ অফিসসমূহের মাধ্যমে করা হয়। আধুনিক ও উন্নততর সফটওয়্যার *(iBAS++)* সংযোজনের ফলে বাজেট ও হিসাব ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলোঃ পেনশনার ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ডাটাবেজ প্রণয়নের কাজ সম্পন্নকরণ, সার্ভিস ডেলিভারীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে ডিজিটাইজেশন, সরকারি বাজেট ও হিসাবের শ্রেণীবিন্যাস কাঠামো চূড়ান্তকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম, ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (EFT)-এর পরিসর বৃদ্ধি, বেতন ভাতা, পেনশন, ভবিষ্য তহবিল, ঋণ ও অগ্রিমসহ সরকারি সম্পদ সম্পর্কিত হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন, *iBAS++* পদ্ধতিতে হিসাব ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি।

সংস্কার ও উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রম

সরকারের নীতি কৌশলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরকারি ব্যয়ের কার্যকারিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (এমটিবিএফ) আওতায় সংস্কার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গত ২০২০-২১ অর্থবছরে কতিপয় সংস্কার ও উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হলো: আইবাস++ এর আপগ্রেডেশন, প্রকল্পের অর্থ ছাড় আরো সহজীকরণ, স্বয়ংক্রিয় চালান সিস্টেম এর মাধ্যমে রাজস্ব ও ফি সরাসরি সরকারের হিসাবে জমা প্রদান, ইএফটি-এর মাধ্যমে অবসরভোগীদের পেনশন প্রেরণ', জিটুপি এর সম্প্রসারণ এবং সুকুক (SUKUK) বন্ড ইস্যু।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বাজেট হাইলাইটস, প্রণোদনা এবং উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি

অর্থনৈতিক উন্নয়ন

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও কোভিড-১৯ মহামারি বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। তবে, বাংলাদেশ এ অভিঘাত মোকাবিলা করে অর্থনীতির গতিশীলতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। কোভিড পূর্ববর্তী অর্থবছরসমূহে অর্থনীতির গড়

প্রবৃদ্ধি ছিল ৬.৫ শতাংশ, যা কোভিডকালীন সময়ে ব্যাপকহারে হ্রাস পায়। তবে অর্থনীতি ইতোমধ্যে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী গত ২০২০-২১ অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৫.৭৪ শতাংশে দাঁড়াবে, যা সামগ্রিক পরিস্থিতির বিবেচনায় ইতিবাচক। অধিকন্তু, এ সময়ে মাথাপিছু জাতীয় আয় দাঁড়িয়েছে ২,২২৭ মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারি সত্বেও খাদ্য উৎপাদন এবং সরবরাহ চেইন নির্বিঘ্ন রাখার ফলে ২০২০-২১ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি সহনীয় মাত্রায় রাখা সম্ভব হয়েছে। রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকার বাজেট ঘাটতি ধারণযোগ্য পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে সতর্ক রয়েছে। তবে মহামারির কারণে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৬.১ শতাংশে, যা সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপি'র ৬.২ শতাংশে দাঁড়াতে পারে। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩,৮৯,০০০ কোটি টাকা, যা বিগত অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ১০.৬৬ শতাংশ বেশি। ২০২০-২১ অর্থবছরেই রপ্তানি আয় ইতিবাচক প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরে এসেছে এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১৫.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮.৭৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে আমদানি খাতও প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরেছে এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে আমদানি ১৯.৭৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৬৫.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে রেমিটেন্স প্রবাহ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৩৬.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৪.৭৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা অত্যন্ত আশাব্যাঞ্জক। রেমিটেন্স প্রবাহের উচ্চ প্রবৃদ্ধির ফলে ২০২০-২১ অর্থবছরে চলতি হিসাবের ভারসাম্যের ঘাটতি হ্রাস পেয়েছে। একই সাথে মূলধন ও আর্থিক খাতের উদ্বৃত্ত থাকায় লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত দাঁড়ায় ৯.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ জুন ২০২১ তারিখে ৪৬.৩৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা ৮.৫ মাসের আমদানি ব্যয় মিটানোর জন্য পর্যাপ্ত। এসময় মুদ্রার বিনিময় হার, বিশেষকরে মার্কিন ডলারের সাথে টাকার বিনিময় হার মোটামুটি স্থিতিশীল রয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট হাইলাইটস

কোভিড-১৯ মহামারির মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে। কোভিড-১৯ এর প্রভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে সৃষ্ট ক্ষতি হতে পুনরুদ্ধারের কৌশল বিবেচনায় নিয়ে এবং বিশেষভাবে স্বাস্থ্য খাতে উদ্ভূত প্রয়োজন মিটানো এবং ভ্যাকসিন প্রয়োগের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৭.২ শতাংশ এবং মূল্যস্ফীতির ৫.৩ শতাংশ সীমিত রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটের আকার বা ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ৬,০৩,৬৮১ কোটি টাকা যা জিডিপি'র ১৭.৫ শতাংশ। পরিচালনসহ অন্যান্য খাতে মোট বরাদ্ধ রাখা হয়েছে ৩,৭৮,৩৫৭ কোটি টাকা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২,২৫,৩২৪ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩,৮৯,০০০ কেটি টাকা, যা জিডিপি'র ১১.৩ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উৎস হতে ৩,৩০,০০০ কোটি টাকা সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এনবিআর বহির্ভূত উৎস হতে কর রাজস্ব প্রাক্কলন করা হয়েছে ১৬,০০০ কোটি টাকা এবং কর-বহির্ভূত খাত থেকে রাজস্ব আহরণের পরিমান ৪৩,০০০ কোটি টাকা। সামগ্রিক বাজেট ঘাটতি দাঁড়িয়েছে অনুদান ব্যতীত ২,১৪,৬৮১ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৬.২ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটের মাধ্যমে সপ্তম ৮মবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ অর্জনের পাশাপাশি কোভিড-১৯ এর মহামারী হতে উদ্ভূত অর্থনৈতিক বিপর্যয় কাটিয়ে অর্থনীতিকে পূর্বের ধারায় ফিরিয়ে আনার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

কোভিড-১৯ মোকাবেলা ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ

দেশে নভেল করোনাভাইরাসের (কোভিড-১৯) প্রাদূর্ভাব শুরুর সাথে সাথেই এ সংকট মোকাবেলায় মাননীয় প্রাধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরাসরি তত্ত্বধানে ও দিক নির্দেশনায় বর্তমান সরকার নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কোভিড-১৯ থেকে উদ্ভূত 'বৈশ্বিক মহামারী' এর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করতে সরকার চারটি বড় কৌশলগত কর্মসূচী নিয়ে একটি কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যা- তাৎক্ষণিক, স্বল্পমেয়াদে ও দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়িত হবে। এই কৌশলগুলো হচ্ছে- ক) সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করা, খ) আর্থিক সহায়তার প্যাকেজ প্রণয়ণ, গ) সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি করা এবং ঘ) মুদ্রা সরবরাহ

বৃদ্ধি করা। এসব কৌশল বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি নির্দেশনায় বাংলাদেশ সরকার ১,০১,১১৭ কোটি টাকার ২১টি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে যা জরুরী স্বাস্থ্য সেবা, খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান টিকিয়ে রাখা ও অর্থনৈতিক ক্ষতি কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। বর্তমানে (সেপ্টম্বর,২০২১) পর্যন্ত মোট ১,৮৭,৬৭৯ কোটি টাকার ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়িত হচ্ছে, যা জিডিপি'র ৬.২৩ শতাংশ।

অর্থ বিভাগের প্রকল্পসমূহ

২০২০-২১ অর্থবছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (আরএডিপি) অর্থ বিভাগের মোট ৫টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রকল্পগুলো হচ্ছে- ১) ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফিন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি II (IPFF II); ২) স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP); ৩) স্ট্রেংদেনিং পাবলিক ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ফর সোশ্যাল প্রটেকশন (SPFMSP); ৪) জলবায়ু ঝঁকি মোকাবেলার অর্থায়নকে সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্তিকরণ (IBFCR) এবং ৫) সাপোর্টিং টেকনিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্কিলস ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলিটি। এ প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থবছরের আরএডিপিতে মোট ৩৯,৬৩৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। তন্মধ্যে জিওবি ৬,৯৬৪.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩২,৬৭৩.০০ লক্ষ টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ প্রকল্পসমূহে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ২৩,২২৩.৩২ লক্ষ টাকা (জিওবি ১,৭৯২.৭৭ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ২১,৪৩০.৫৫ লক্ষ টাকা) যা মোট বরাদ্দের ৫৮.৫৯ শতাংশ।

রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহ

পরিসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সম্পদের সহজলভ্যতা আরও ভালোভাবে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিক পূর্বাভাস (fiscal forecasting), বাজেট প্রণয়ন ও বাজেট বাস্তবায়ন, আর্থিক প্রতিবেদন উন্নতকরণ এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে Strengthening Public Financial Management Program to Enable Service Delivery (SPFMS) শীর্ষক কর্মসূচি ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে শুরু হয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পন্ন হবে। সরকারের কৌশলগত উদ্দেশ্য ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও উহা অর্জনে সহায়ক হবে এরুপ কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটের আওতায় কর্মসূচি হিসেবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় তাদের সহায়ক কার্যক্রম হিসাবে স্বল্প ব্যয়ে উন্নয়নমূলক কার্য সম্পাদন, দারিদ্র্য বিমোচনমূলক, প্রবৃদ্ধি সহায়ক ও মানবসম্পদ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্বলিত সীমিত বরাদ্দের মধ্যে এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করছে। এই কর্মসূচিটি ৯টি স্কিমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।